যুগান্তর

তারিখ ... 19 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

আগামী বছর মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেয়ার প্রস্তুতি

অর্থ মন্ত্রণালয়ে ডিও পাঠিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

২০১০ সালে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই বিনামূল্যে বিতরণের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চলছে। শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র এ তথ্য জানিয়ে বলেছে, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ ব্যাপারে স্বয়ং অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুরোধপত্র (ডিও) পাঠিয়েছেন।

মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, আগামী বছর বিনামূল্যে বই দেয়ার ঘোষণাটি প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং দেবেন। যে কোন সময়ে ঘোষণাটি আসতে পারে। ওই সূত্র জানায়, এ জন্যই মন্ত্রী স্বয়ং অর্থ মন্ত্রণালয়ে ডিও দিয়েছেন। বিষয়টি সমন্বয়ের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব বাজেটেও সমন্বয়ের চিন্তাভাবনা চলছে।

প্রাথমিক স্তরের মতো মাধ্যমিক স্তরেও বিনামূল্যে বই দেয়ার এ উদ্যোগটি মূলত গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নেয়া হয়। ওই উদ্যোগ অনুযায়ী প্রথম বছর মোট ২৮৩ কোটি টাকা লাগবে। পরবর্তী বছরে খরচ অর্ধেকে নেমে আসবে। কেননা, সাধারণত অর্ধেক বই পুরনো দেয়া হয়। বর্তমানে প্রাথমিকেও এই নিয়ম বহাল রয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, সর্বশেষ বই নিয়ে মহা কেলেংকারীর ঘটনার পর সরকার বিনামূল্যে বই বিতরণের বিষয়টি ফের জোরালোভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। এ বিষয়ে সরকারের গঠিত টাস্কফোর্সও ইতিবাচক রিপোর্ট দিয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, বিনামূল্যে মাধ্যমিকের বই দেয়া হলে বই নিয়ে অযথা টেনশন, সিন্ডিকেটিং, বই মানের অবনতি, অভিভাবক ও সরকারের ভোগান্তি ইত্যাদি কমবে। পাশাপাশি বাড়বে সরকারের ভাবমূর্তি। কমবে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ড্রপআউট।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, মাধ্যমিকে প্রাথমিকের চেয়ে ড্রপআউট বেশি। এই হার প্রায় ৮০ ভাগ। তারা ড্রপআউটের হার শূন্য পর্যায়ে নিয়ে আসতে চান। সে লক্ষ্যে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

এদিকে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে ইতিমধ্যে আগামী বছরের বই প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার এনসিটিবি থেকে সরকারের কাছে বই ছাপার সংখ্যা জানাতে পত্র দেয়া হয়েছে। ওই পত্রের আলোকেই কাগজ কেনার উদ্যোগসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলে এনসিটিবি চেয়ারম্যান খান হাবিবুর রহমান জানান। মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, বই বিনামূল্যে আর মূল্যে যাতেই দেয়া হোক— ছাপাতে হবে। এ বিষয়টিকে সামনে রেখেই কাগজ কেনার কাজ চলছে। চলছে বইয়ের সংখ্যা নির্ধারণের কাজও।